গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ম-১/২০১১/১৯৫

তারিখ ঃ ২৯ চৈত্র ১৪১৭ বাং / ১২ এপ্রিল ২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস-এ বিক্রয় নীতিমালা।

সূত্র ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ১২/৪/২০১১ তারিখের খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ম-১/২০১১/১৯৪/১(৫) নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকে জারীকৃত মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস-এ বিক্রয় নীতিমালার একটি ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। নীতিমালা অনুযায়ী অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এবং এ নীতিমালার কপি সকল জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/-১২/০৪/১১
(মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান)
উপ-সচিব (সরবরাহ)
ফোন ঃ ৯৫১৪৬১৬।
E-mail:dssupply@mofdm.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
E-mail:dsdm@dgfood.gov.bd
Web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- সববি/ময়দা কল-১১/২০১১/২০৮(৮)

তারিখ ঃ ১৩/০৪/২০১১ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
২-৮। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

} উপরোক্ত নির্দেশমতে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত অবহিতপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্মারক নং- সববি/ময়দা কল-১১/২০১১/২০৮/৮(৬৮)

তারিখ ঃ ১৩/০৪/২০১১ খ্রিঃ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২-৬৫। জেলা প্রশাসক (সকল), ...।
৬৬। উপ-সচিব, সরবরাহ, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৭। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। ফ্যাক্সের মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।
৬৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
(অনন্ত কুমার বিশ্বাস)
উপ-পরিচালক
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস-এ বিক্রয় নীতিমালা

বর্তমানে সারাদেশে ওএমএস এর মাধ্যমে চাল বিক্রি হচ্ছে। স্বল্পমূল্যে ওএমএস-এ চাল বিক্রয়ের ফলে বাজারে এর সুফল দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ঢাকাসহ সারাদেশে আটার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতা সাধারণের মধ্যে ওএমএস-এ আটা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যে কারণে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক মেজর/কমপ্যাক্ট ও রোলার (আর-৩) মিলের অনুকূলে সরকারী গম বরাদ্দ দিয়ে ফলিত আটা খোলা বাজারে ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হবে ঃ-

১। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গম হতে আটা উৎপাদনে সক্ষম রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবস্থিত খাদ্য বিভাগের তালিকাভূক্ত আগ্রহী মেজর/কমপ্যাক্ট ও রোলার (আর-৩) ময়দা মিলের অনুকুলে সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রতিকেজি গম ১৭.০০ (সতের) টাকা দরে গম বরাদ্দ করা যাবে। খাদ্য বিভাগের তালিকাভূক্ত নয় এরূপ মিলের অনুকূলে মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন গম বরাদ্দ করা যাবে।

২। নির্বাচিত মিলার ৫০ হাজার টাকা জামানত (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার) জমা দিয়ে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ ফলিত আটা যথানিয়মে বিক্রয় সম্পন্ন হলে হিসাব যাচাই করে জামানত ফেরত দেয়া যাবে।

৩। খাদ্য অধিদপ্তর আগ্রহী মিলারদের অনুকূলে মাসিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে গম বরাদ্দ করবে। এ বরাদ্দের আলোকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্থানীয় চাহিদার আলোকে মিল ভিত্তিক গমের উপ-বরাদ্দ দিবেন। ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং অনুরূপ ব্যবস্থা নিবেন।

৪। বরাদ্দ প্রাপ্ত আটা/ময়দার কল মালিকগণ বরাদ্দ পাওয়ার ২ (দুই) দিনের মধ্যে মোট মূল্য সরকারী ট্রেজারী/বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করে গম উত্তোলন করবেন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আটা প্রস্তুত করবেন। মিলার একসাথে বা প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৩ কিস্তিতে গম উত্তোলন করতে পারবেন। মিলার উত্তোলিত গম ও ফলিত আটা পৃথকভাবে মজুদ/সংরক্ষণ করবেন।

৫। বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ গমের ৮০ (আশি) ভাত ফলিত আটা প্রতিকেজি ১৯/- (উনিশ) টাকা দরে (নগদ মূল্যে) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওএমএস ডিলারের নিকট মিলগেটে মিলারগণ বিক্রয় করবেন। অবশিষ্ট ২০% ভূষি ও রিফ্রাকশন যা মিলার পাবেন। ওএমএস ডিলারগণ প্রতিকেজি ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যে মাথাপিছু ৫ (পাঁচ) কেজি হারে আটা ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করবেন।

৬। সিসিডিআর/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ গমের মূল্য সরকারী খাতে জমার বিষয় নিশ্চিত হয়ে গম সরবরাহ আদেশ জারী করবেন।

৭। নির্বাচিত মিলার গম উত্তোলনের পরদিন হতেই ক্রমিক নং-৫-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন।

৮। আটা/ময়দা মিল মালিকগণ ফলিত আটা ৫০ কেজি (নীট) হিসাবে পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের পিপি ব্যাগে সরবরাহ করবেন। প্রত্যেক বস্তার গায়ে মিলারগণ এবং বিক্রয় কেন্দ্রে ডিলারগণ লালসালু ব্যানারে (৬ ফুট x ৩ ফুট) নিম্নরূপ লিখে প্রচার করবেন ঃ-

খাদ্য বিভাগ কর্তৃক সুলভ মূল্যে আটা বিক্রি
মূল্য ঃ ২০/- (বিশ) টাকা প্রতিকেজি
জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কেজি।
মিলের নাম ঃ .....

৯। ওএমএস নীতিমালার আলোকে গঠিত ঢাকা মহানগর/জেলা কমিটি ফলিত আটার মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবেন।

১০। নির্বাচিত মিল মালিকগণ দৈনিক ভিত্তিতে গমের মজুদ, গম ভাংগানোর পরিমাণ, ফলিত আটা এবং দৈনিক বিক্রয় পরিমাণ খাদ্য বিভাগকে অবহিত করবেন ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

১১। খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা কিংবা এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কর্মকর্তা গম পেষাই এবং আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন/তদারকী করবেন।

১২। সরকার আদেশবলে গম, আটা ও আটা বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য ইত্যাদি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

১৩। কোন মিল নীতিমালা অনুসরণ করে ফলিত আটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা হিসেবে উত্তোলনকৃত গমের মূল্য দ্বিগুণ হারে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে মিলারের বিরুদ্ধে সরকারী মালামাল আত্মসাৎ এর কারণে ফৌজদারী/মানিস্যুট মামলা দায়েরসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। মহানগর ও জেলা সদরে আটা বিক্রয়ের হিসাব সংযুক্ত বিবরণীতে দেখানো হল (সংযুক্ত)।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ঃ ১২/০৪/২০১১
(বরুণ দেব মিত্র)
সচিব
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ম-১/২০১১/১৯৪/১(৬)

তারিখ ঃ ২৯ চৈত্র ১৪১৭ বাং / ১২ এপ্রিল ২০১১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুষারে নয়) ঃ

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, ঢাকা।
৫। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

স্বাক্ষরিত/-১২/০৪/১১
(মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান)
উপ-সচিব (সরবরাহ)
ফোন ঃ ৯৫১৪৬১৬।
E-mail:dssupply@mofdm.gov.bd

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, খাদ্য বিভাগ, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

মহানগর ও জেলা সদরে খোলা বাজারে দৈনিক আটা বিক্রয়ের এবং গম বরাদ্দের হিসাব

ক্রমিক নং	শহরের নাম	দৈনিক বিক্রয়তব্য আটার পরিমাণ	দৈনিক বরাদ্দতব্য গমের পরিমাণ
১।	ঢাকা মহানগর	১০০ মেঃ টন	১২৫ মেঃ টন
২।	চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহর	৬০ মেঃ টন	৭৫ মেঃ টন
৩।	রাজশাহী বিভাগীয় শহর	৪০ মেঃ টন	৫০ মেঃ টন
৪।	খুলনা বিভাগীয় শহর	৪০ মেঃ টন	৫০ মেঃ টন
৫।	রংপুর বিভাগীয় শহর	৪০ মেঃ টন	৫০ মেঃ টন
৬।	বরিশাল বিভাগীয় শহর	৩০ মেঃ টন	৩৭.৫০০ মেঃ টন
৭।	সিলেট বিভাগীয় শহর	৩০ মেঃ টন	৩৭.৫০০ মেঃ টন
৮।	৫৭ টি জেলা শহর (৫৭ X ২০)	১১৪০ মেঃ টন	১৪২৫ মেঃ টন

(নমুনা)

ঃ অঙ্গীকারনামা (আটা/ময়দা মিল মালিক) ঃ

আমি ..... পিতা/স্বামী ঃ .....

মাতা ঃ ..... আটা/ময়দা মিলের নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....,

আটা/ময়দা মিলার হিসেবে সরকারী গুদাম হতে গম গ্রহণপূর্বক আটা পেষাই ও ফলিত আটা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী গম উত্তোলন পূর্বক যথা নিয়মে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে পেষাই ও আটা প্রস্তুত পূর্বক সরকার নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আমার জন্য নির্ধারিত স্থানে আটা বিক্রি করতে বাধ্য থাকব।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন পরিমাণ গম/আটা বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

৩) আমি উত্তোলিত সরকারী গম ও ফলিত আটা পৃথকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করব। ফলিত আটা ৫০ কেজি (নীট) হিসাবে পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের পিপি ব্যাগে সরবরাহ এবং বস্তার গায়ে **"খাদ্য বিভাগ কর্তৃক সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত আটা"** ও **মিলের নাম** লিখতে বাধ্য থাকবো।

৪) নির্দেশিত সময়ে আটা বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই আটা নিয়ে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব।

৫) আটার হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ক্রেতাওয়ারী হিসাব সংরক্ষণ করব।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষাকল্পে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং নির্ধারিত স্থানে পেষাইকৃত আটা বিক্রি করার জন্য মজুদ রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় কার্যক্রমে পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) কোন মিল নীতিমালা অনুসরণ করে ফলিত আটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা হিসেবে উত্তোলনকৃত গমের মূল্য দ্বিগুণ হারে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে মিলের বিরুদ্ধে সরকারী মালামাল আত্মসাৎ এর কারণে ফৌজদারী/মানিস্যুট মামলা দায়েরসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১) আটা/ময়দা মিলার হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা মিলার হিসাবে নির্বাচন বাতিল ও কালো তালিকাভূক্ত করতে পারবেন।

মিলারের স্বাক্ষর ঃ .....

পূর্ণ নাম ঃ .....

মিলের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

.....

স্বাক্ষী-১ ঃ	**স্বাক্ষী-২ ঃ**
স্বাক্ষর ঃ	স্বাক্ষর ঃ .....
নাম ঃ	নাম ঃ .....
ঠিকানা ঃ	ঠিকানা ঃ .....